

বেটি পেজ

বেটি পোজের কল্পজগৎ



মুখবাংলা আরিজিনাল
রিলিজ

১৯৪৫ সালের ২৪ শে জানুয়ারীঃ
ভিশুলা-অডার আক্রমণ



আক্রমণের দ্বাদশ দিনঃ ইউরোপীয়
থিয়েটারের পূর্বদিকে





<একটি মেয়ে?>

* রাশিয়ান ভাষা থেকে
অনুবাদ!

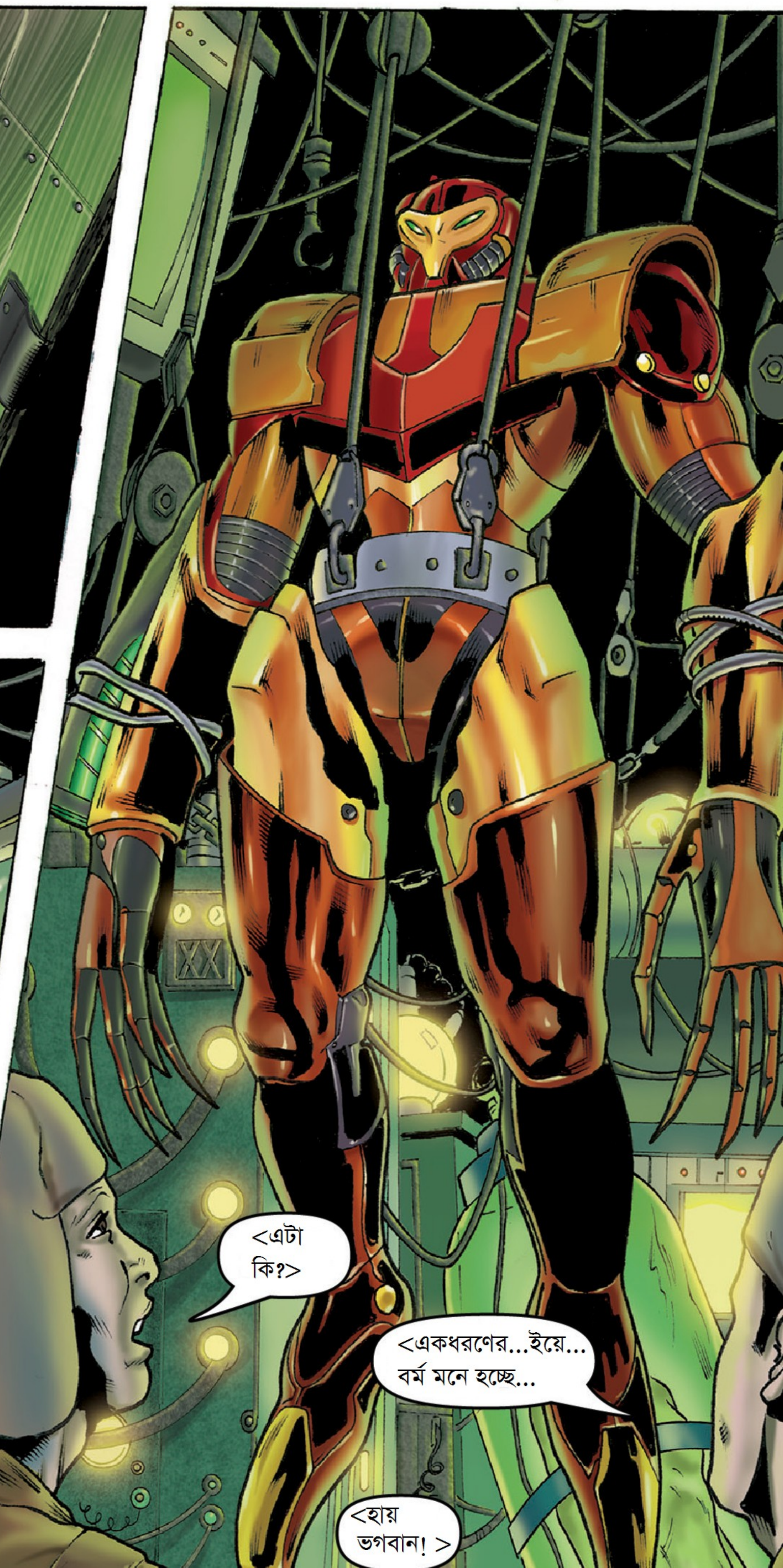
<এখানে আমরা কিছু
পেয়েছি!>



<ফাঁকা মনে হচ্ছে!>



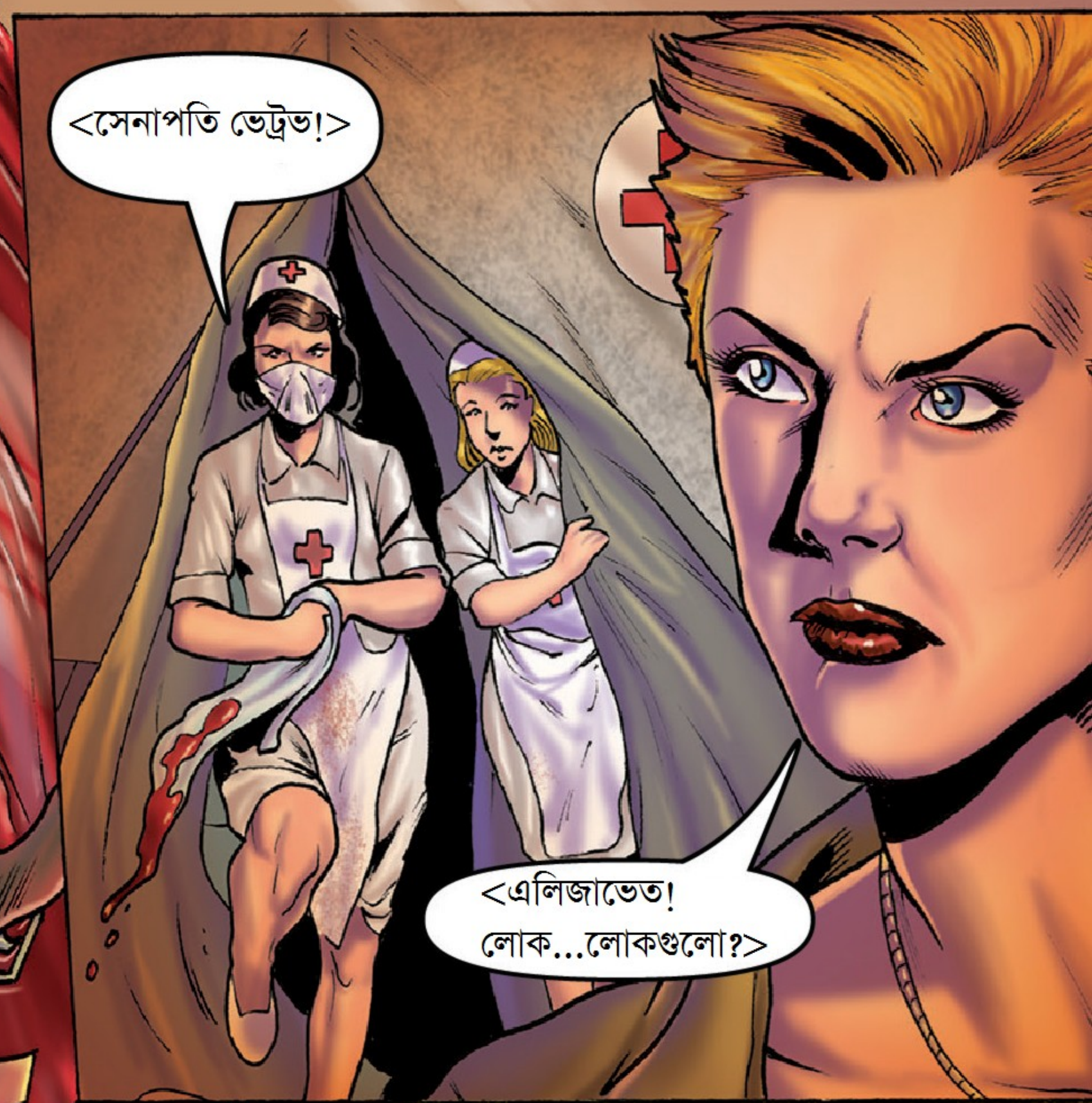
বঝে মই!

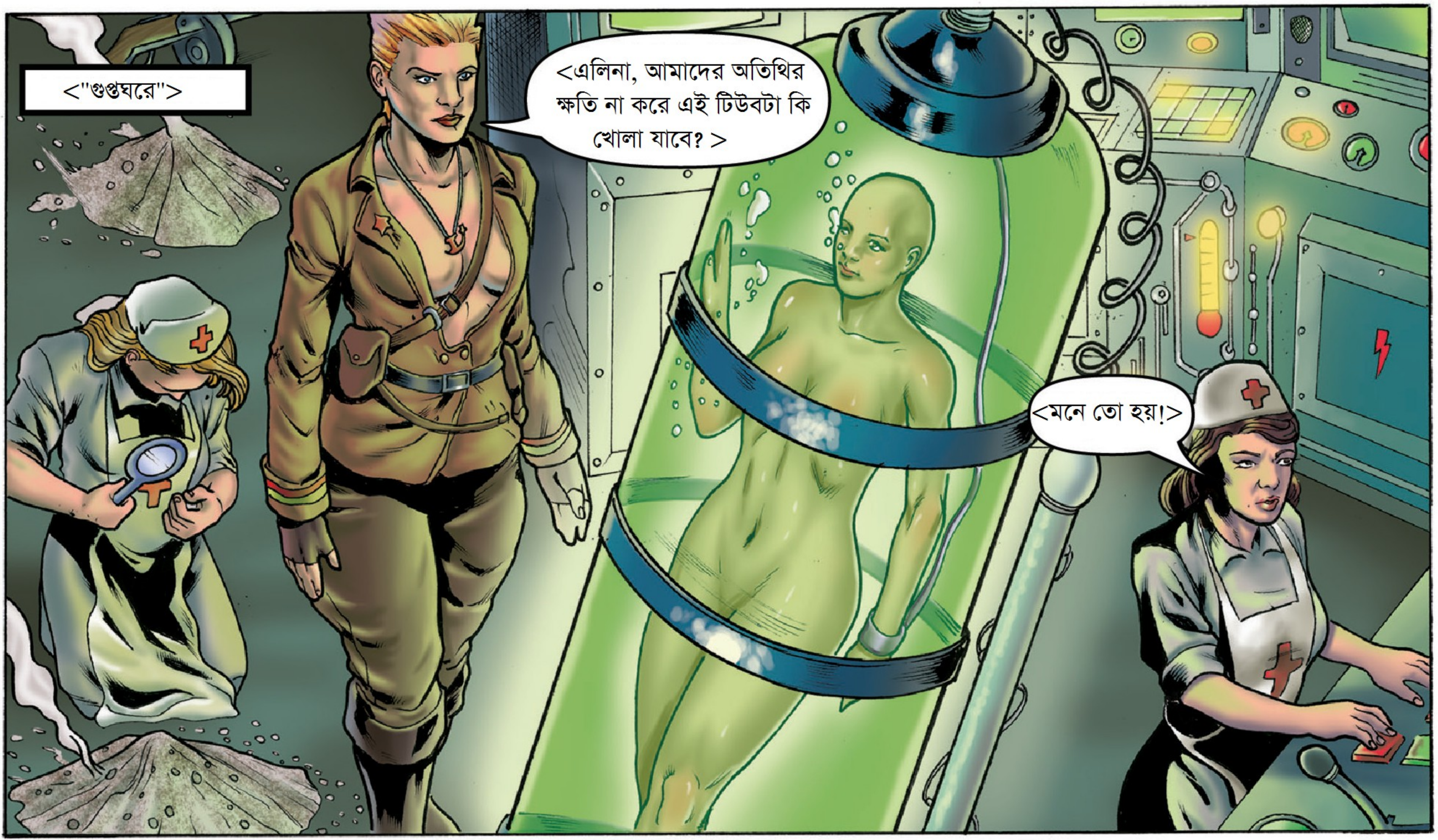


<এটা
কি?>

<একধরনের...ইয়ে...
বর্ম মনে হচ্ছে...>

<হায়
ভগবান!>





<"গুপ্তঘরে">

<এলিনা, আমাদের অতিথির
ক্ষতি না করে এই টিউবটা কি
খোলা যাবে? >

<মনে তো হয়!>



<দারুণ
দারুণ!>

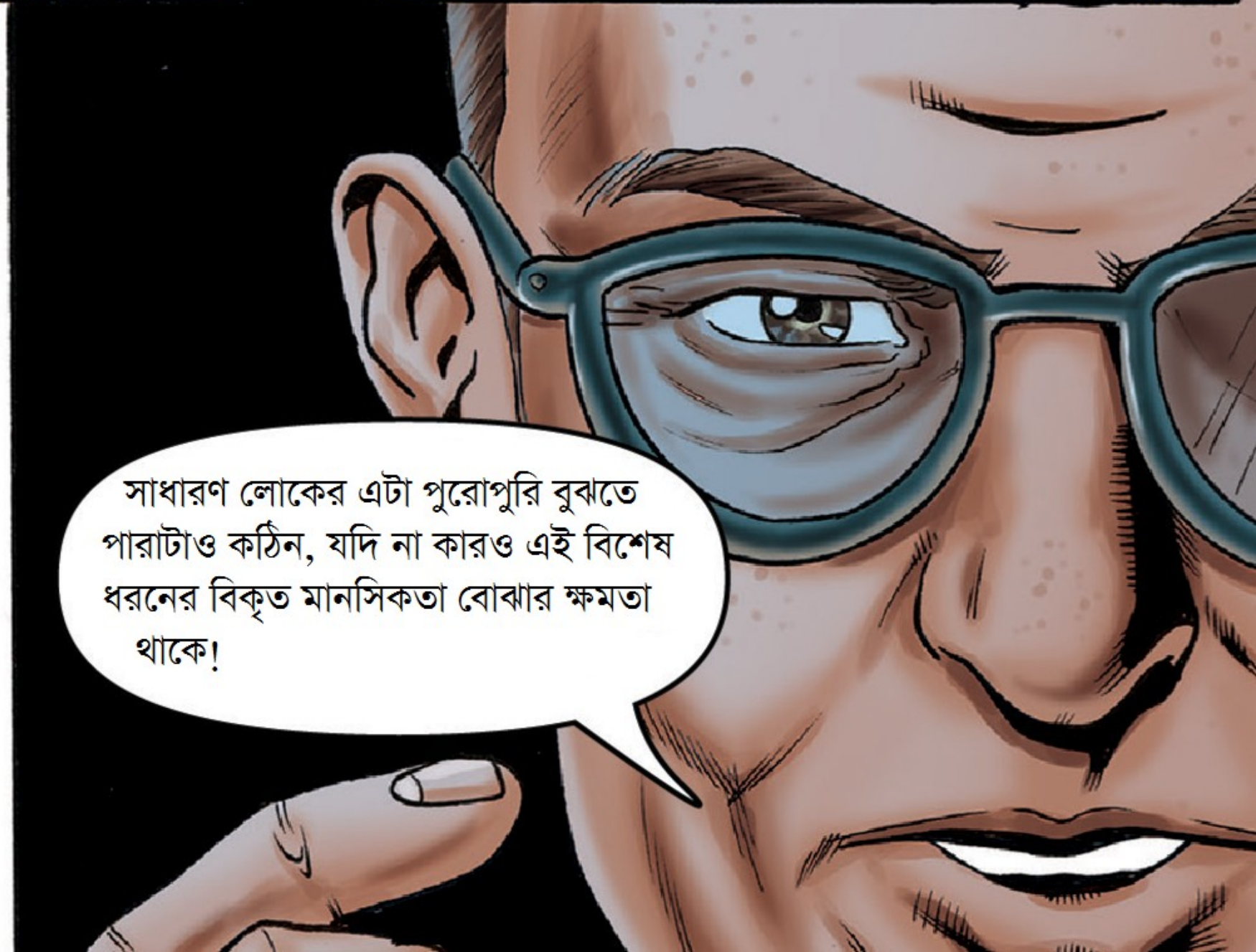
<দেখেগুনে খোলো
আর নিয়ে যাওয়ার
ব্যবস্থা কর! >



<আমি বর্মটা
দেখছি!>



নিউ ইয়র্ক ১৯৫৫:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিষদীয় সমিতির কিশোর অপরাধ সভার বৈঠক



"...আর দেখুন এর যৌন-উত্তেজক
মাল-মশলা।"

অপেক্ষা
করুন

ঠক
ঠক

ওফ! ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ!

আমি এখানে শুধু ওই ফালতু শোনানীর
ষোলো ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি! ষোলো
ঘন্টা! আর কোনো সুযোগ-সুবিধাও ব্যবহার
করতে পারছি না!

ওগুলো ব্যবহার
করতে দিলে কি হত?

তুমি কি?

কি?

নিজের জন্য ওই
সুবিধাগুলো চাও?

সেটা কথা
নয়!

তুমি কি বেটি পেজ?

নাঃ! আমি মেমি
আইজেনহয়ার! খুশী তো?





ভেতরে আসবেন না,
মিস পেজ?

উফ!



নিশ্চয়ই আপনি... আপনিই
নিশ্চয় একজন মহিলার সঙ্গে
এমন দুর্ব্যবহারের পাভা?

আমরা দুজনেই জানি এমন
মুখের ভাষা হলে তাকে
মহিলা বলা যায় না!

বিল?
লাগিয়ে দাও!



আপনি কি
বল...

উঃ!



এবার ভাল হয়েছে! শান্ত!
ওর মুখের ভাষা মাথা গরম
করে দিচ্ছিল!

চালাও!

হ্যাঁ স্যার!



তা অতসব না
জানলেও আমরা বেটি
পেজকে খুব জানি!

বেটি মেই পেজ, জন্মঃ
১৯২৩ সালের ২২শে এপ্রিল,
বাবা ওয়াল্টার রয়, মা এডনা
মে পেজ... <চুকচুক>

মনে হচ্ছে তোমার দশ বছর
বয়সেই বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে
যায়! তাই তোমাকে সৎ ভাই-বোনের
সঙ্গে থাকতে হয়! মনে হচ্ছে, ওদের
সঙ্গে থেকে বড় হওয়ার জন্যই আজ
তোমার এই অবস্থা!

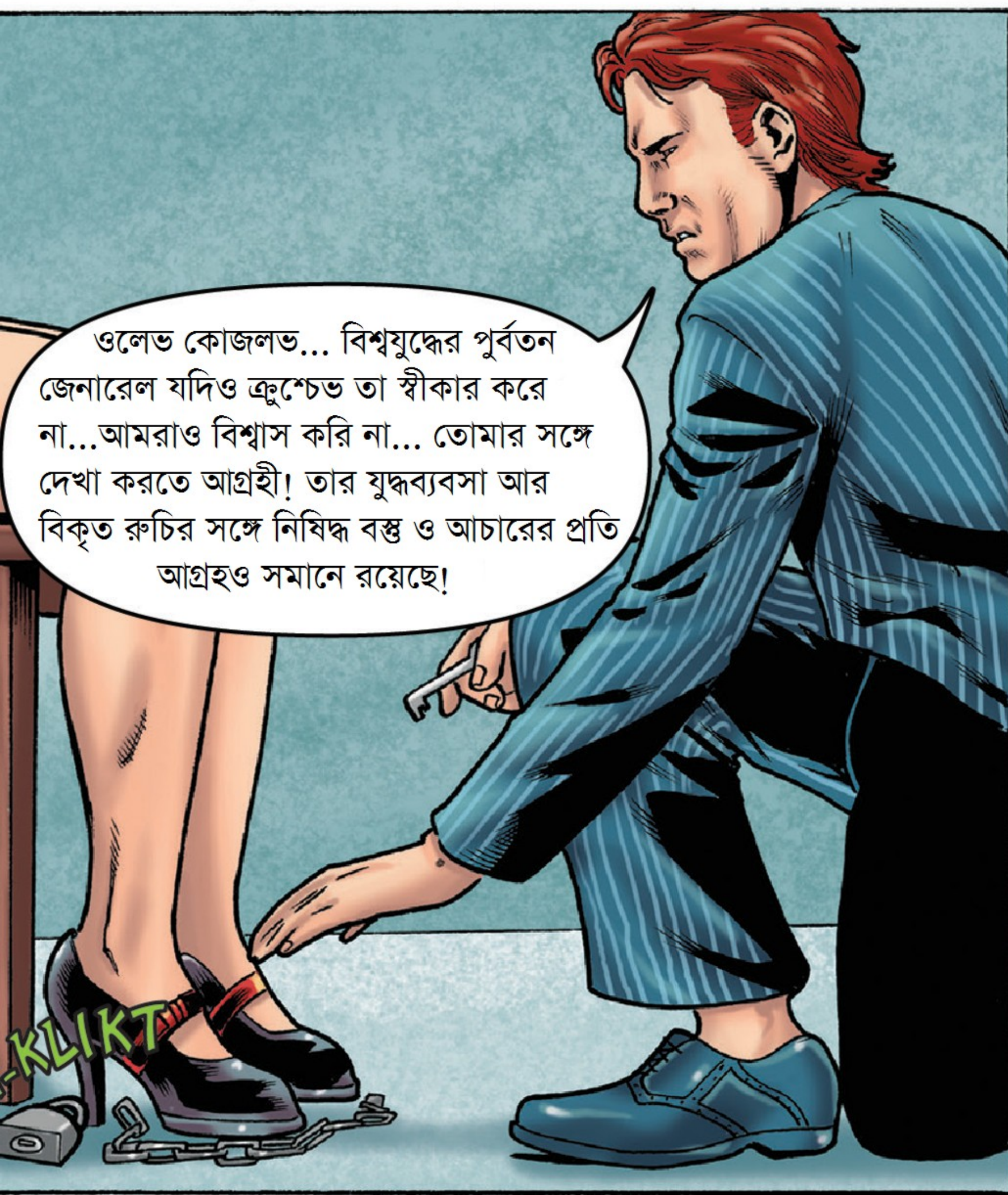
যদি তোমার প্রিয় বুড়ো বাপ
তোমাকে এই অবস্থায় দেখতো!

তোমরা যদি আমাকে এতই
ভালো জানো, তাহলে জেনে
রাখো যে "প্রিয় বুড়ো বাপ"
আমার প্রিয় ছিলো না!

আমি কক্ষোনো ওর আদরের
মেয়ে হতেই পারিনি!

আহা, কি তেজ! হা
হা হা! যেন দাবানলের
আগুন!

দেখেছেন ভদ্রমহোদয়গণ, এই
হচ্ছে আধুনিক নারী! কোজলভ এমনি
দেখা করতে চায়নি! এর মধ্যে
নিশ্চয়ই...একটা আবেদন রয়েছে!



চট্টা স

হাত!

কানাঘুষো সোনা যাচ্ছে,
কোজলভ এমন কিছু করতে চলেছে,
যাতে আমাদের ঠান্ডা যুদ্ধের রাশ ওর
হাতে চলে যাবে। আমরা জানতে চাই
ওটা ঠিক কি জিনিস?

দারুন, দিলে!

আমি কখন এখান
থেকে যেতে পারব?

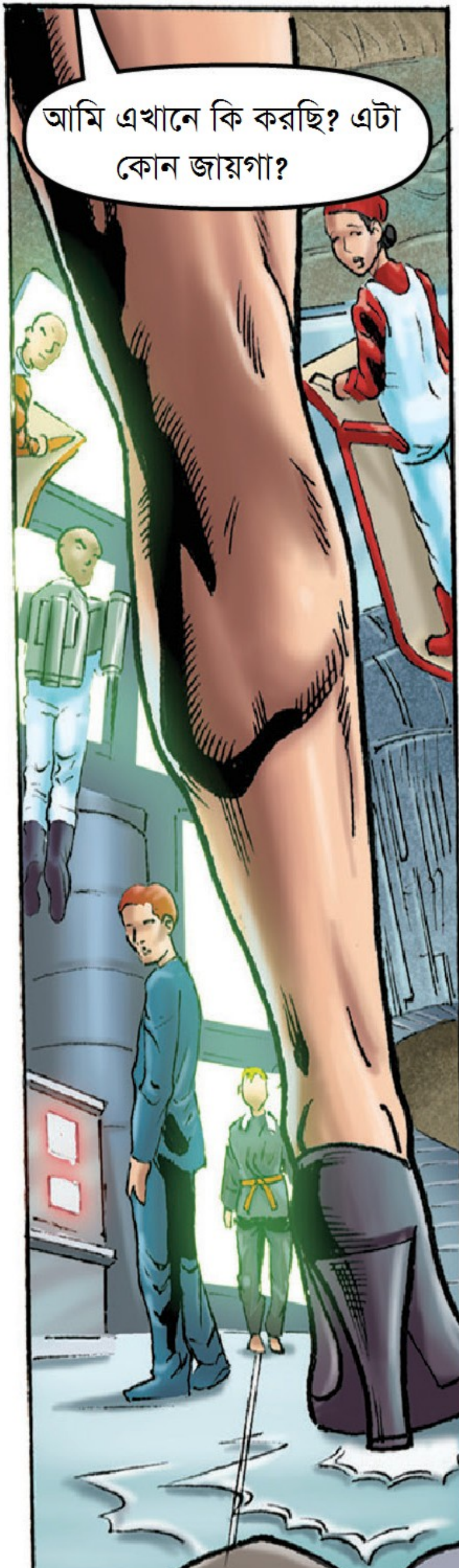
মনে হচ্ছে তুমি কিছুই
বোঝোনি!

আমি যদি তোমাকে
দেখাই তাহলে...

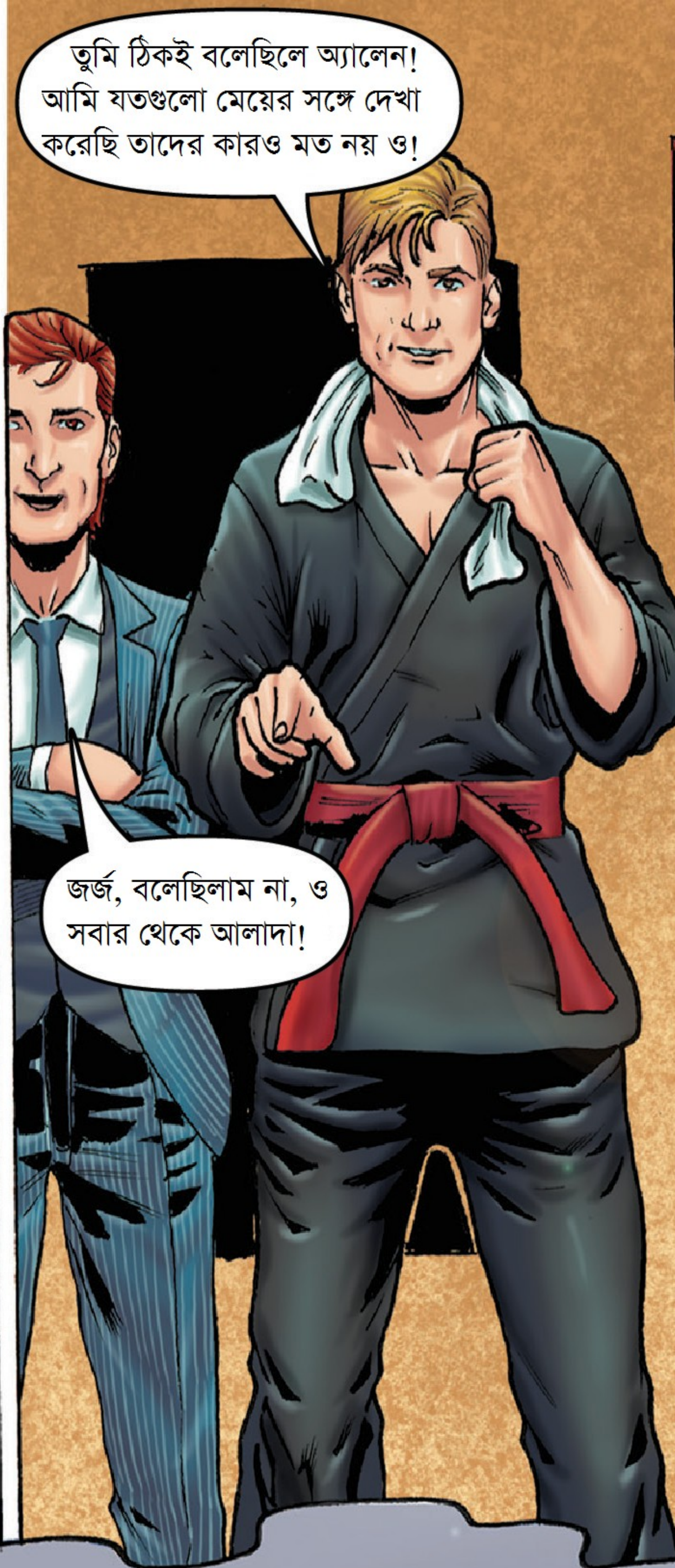
না! মনে হচ্ছে তুমিই বোঝোনি!
আমি এসেছিলাম আমার শো...

ওহ-!





আমি এখানে কি করছি? এটা
কোন জায়গা?



জর্জ, বলেছিলাম না, ও
সবার থেকে আলাদা!

তুমি ঠিকই বলেছিলে অ্যালেন!
আমি যতগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখা
করেছি তাদের কারও মত নয় ও!



তুমি নিশ্চিত, তুমি এই
অভিযান চালাতে পারবে?

ওহ! আমি জর্জ,
এই অভিযানে তোমার
সঙ্গে থাকব! সানন্দে!

সানন্দে দূর হ হতচ্ছাড়া!
আমি কোনো অভিযানে রাজী
হইনি!



না! হয়নি! তবে হয়ে
যাবে!

তুমি দেখলে তো জর্জ, সুযোগসন্ধানী
পুরুষদের একদম বেটি দেখতে পারে না!
আমি এখনও ওকে কোজলভের অন্য
কারবারের কথা বলিইনি...



<বেরোও এক্ষুনি!>

"বা যেসব মেয়েরা ওর কথা
শোনে না তাদের কি হাল
হয়..."



...
আমাকে কি
করতে হবে?



চিন্তা নেই মিস পেজ! প্রথম দিনের মতই আমি সহজ ভাবেই করব!

যখনই কোনো পুরুষ এ কথা বলে, যদি আমাকে একটাকা দিত...



তোমাকে লড়তেই হবে না! আমি তোমার সঙ্গে থাকছি, ওদের বিভ্রান্ত করবে, বাকি কাজ আমি দেখব!

এখন মনে রেখোঃ- যদি কোনো লড়াইয়ের মাঝে পড়ে যাও, কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করবে না! যা পাবে, তাই দিয়ে যতটা সম্ভব জোর আঘাত করে ওখান থেকে যেভাবে হোক বের হয়ে পালাবে!



ঘৃষি মেরে বা চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে মুখ আঁচড়ে নাও! বা হাতের তালু দিয়ে নাক খেঁবেড়ে দিতে পারো!

কিন্তু যদি তোমাকে আঘাত করতেই হয়, গলায় কর! এটা নরম আর অসুরক্ষিত! সবাই চেহারা বাঁচাতে গিয়ে গলা বা ঘাড় অসুরক্ষিত ছেড়ে দেয়!

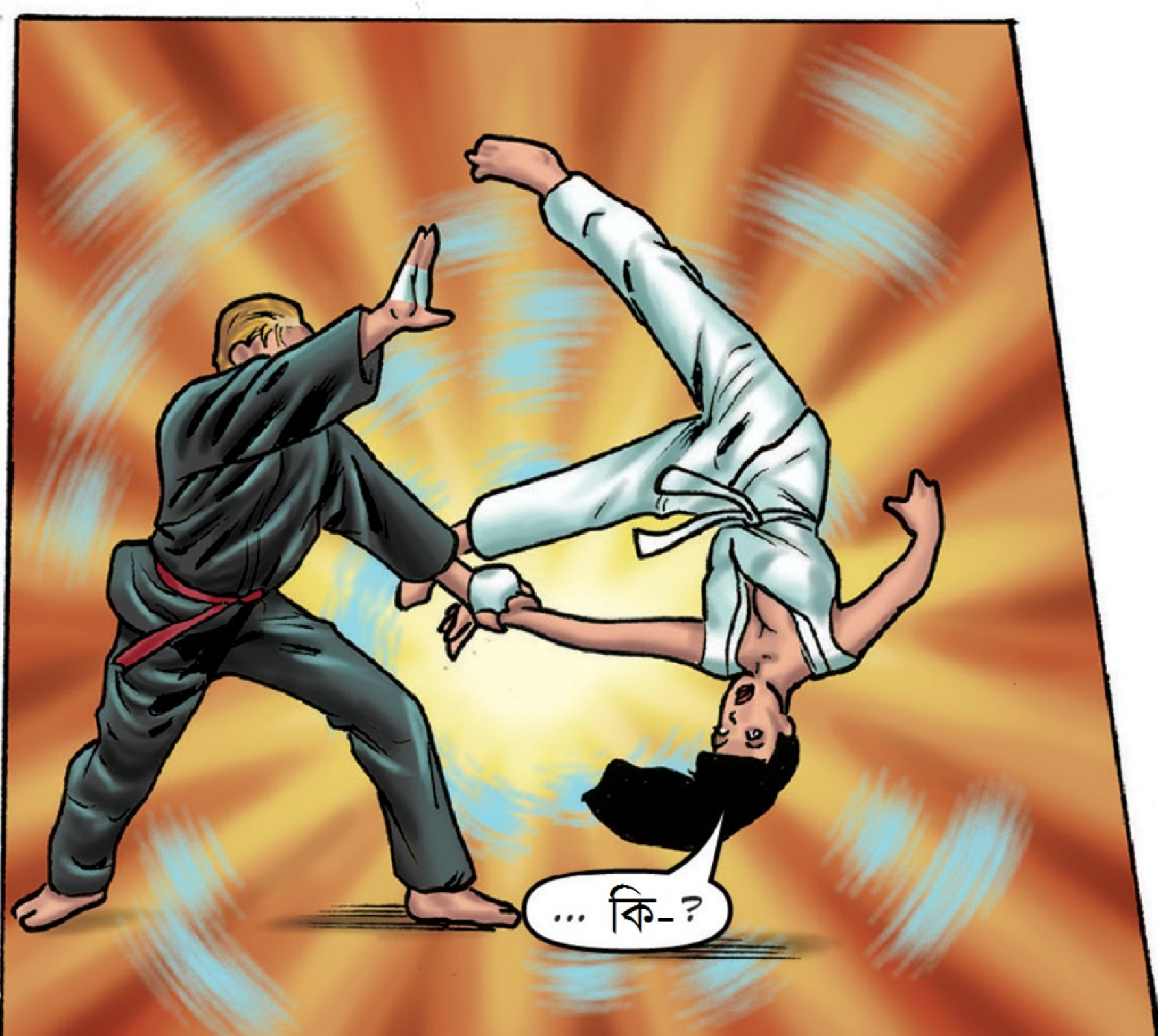
কিন্তু যেখানে আঘাত করা ভালো, সেখানে কেন নয়?



নিশ্চয়ই পারো! ভালো হয় হাঁটু দিয়ে আঘাত করলে! অনেক কথা হল!

এসো!

আআআআ!



... কি-?





উহ...বাতাআ...



হাঃ!

ঘোঁক!

ভালো, এটা মানানসই
হয়েছে এবার!



এটা কি ছিল?

তোমার কথা যুক্তিযুক্ত
কিনা দেখিলাম! বলেছিলে না, যা আছে,
তাই ব্যবহার করতে! তো মেয়েদের
বুকের সৌন্দর্য তোমার ট্রেনিং ভোলায়
কিনা দেখিলাম!



এটা কি টিক
হয়েছে?

কালি লাগিয়ে দিয়েছি!
আর একটু লাগালেই ছদ্মবেশ
ঠিক হয়ে যাবে!

আচ্ছা, হয়েছে! যথেষ্ট
সাজগোছ হয়েছে!



যেরকম তোমরা জানো, আমাদের বন্ধু
মিখাইল কোজলভ আমাদের কুখ্যাত অতিথির
সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছে গেছে...



একসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক
পোল্যান্ড আর ইউক্রেন পুনর্দখলের
মূল হাতিয়ার ছিল!

কিন্তু কোজলভ পশ্চিমের সঙ্গে রাজনৈতিক
তরজা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল! সে চাইছিল সরাসরি
যুদ্ধ করতে! তার এই মনোভাব কর্তৃপক্ষ তৃতীয়
বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা করছিল। তাই তাকে পদ থেকে
সরানো হয় আর দোষী সাব্যস্ত করা হয়! তারপর থেকে
তাকে সাইবেরিয়ার দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়!

এই ভয়ানক জন্তুটা হল ওর
ডান হাত! এর নাম এলিজাবেথ পেত্রভা!
এর ব্যপারে তেমন কিছু জানা যায়নি! যা
জানা গেছে সবই এটা ঘিরে:-



খি...খি ওলো?



আমরা ঠিক জানি না,
কিন্তু বিশ্বাস করি যে নাৎসীরা
কোনোও নতুন অস্ত্রের পরীক্ষা
করছিল আমাদের বিপক্ষে! আমরা
একটা দল পাঠিয়ে ওই অস্ত্র উদ্ধার
করতে যাব, কিন্তু পেত্রভা আগে
সেখানে পৌঁছে যায়! তারপর থেকে
কেউ তাকে দেখেছি! জনশ্রুতি এই
যে, সে কোজলভের গোপন
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
চালাচ্ছে!



খি ওটা? ওটাই
খি ওস্ত্রো?

আমরা জানি না জর্জ! বিশ্লেষণ শুধু
এটাই বলছে যে, ওই কালো ছাইয়ের
স্তম্ভ এককালে মানুষ ছিলো!

মিস পেজ! কিছু বলবেন?

ওই কালো ছাইয়ের স্তূপ এককালে মানুষ ছিল বলছেন?

তাই তো মনে হচ্ছে!



আমি চললাম!

ঠামো ভেথি!



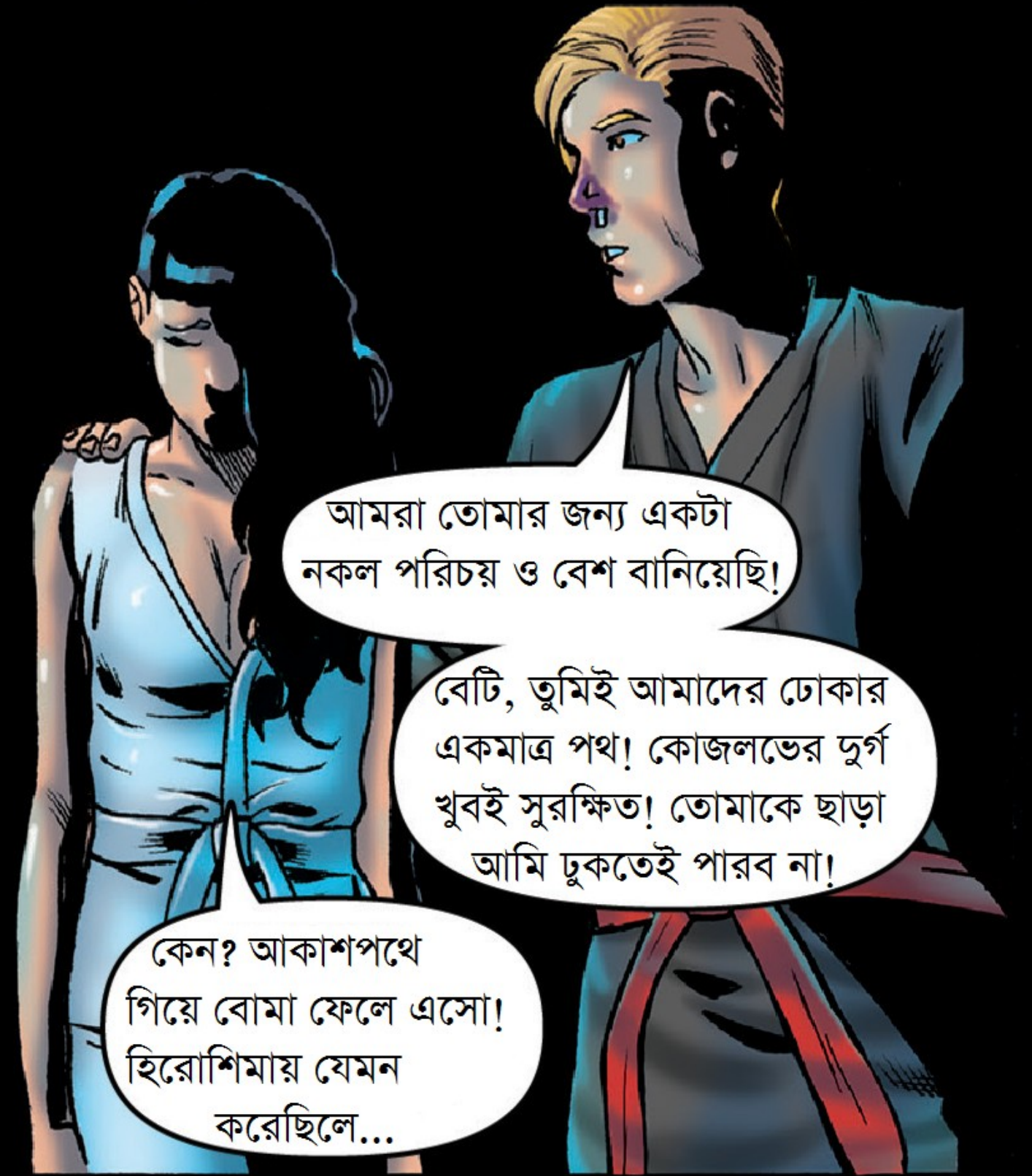
আমি একজন মডেল! গুপ্তচর নই! এখানে আমি কি করছি? আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে! লোকজন আমাকে খুঁজছে!



আমরা তোমার জন্য একটা নকল পরিচয় ও বেশ বানিয়েছি!

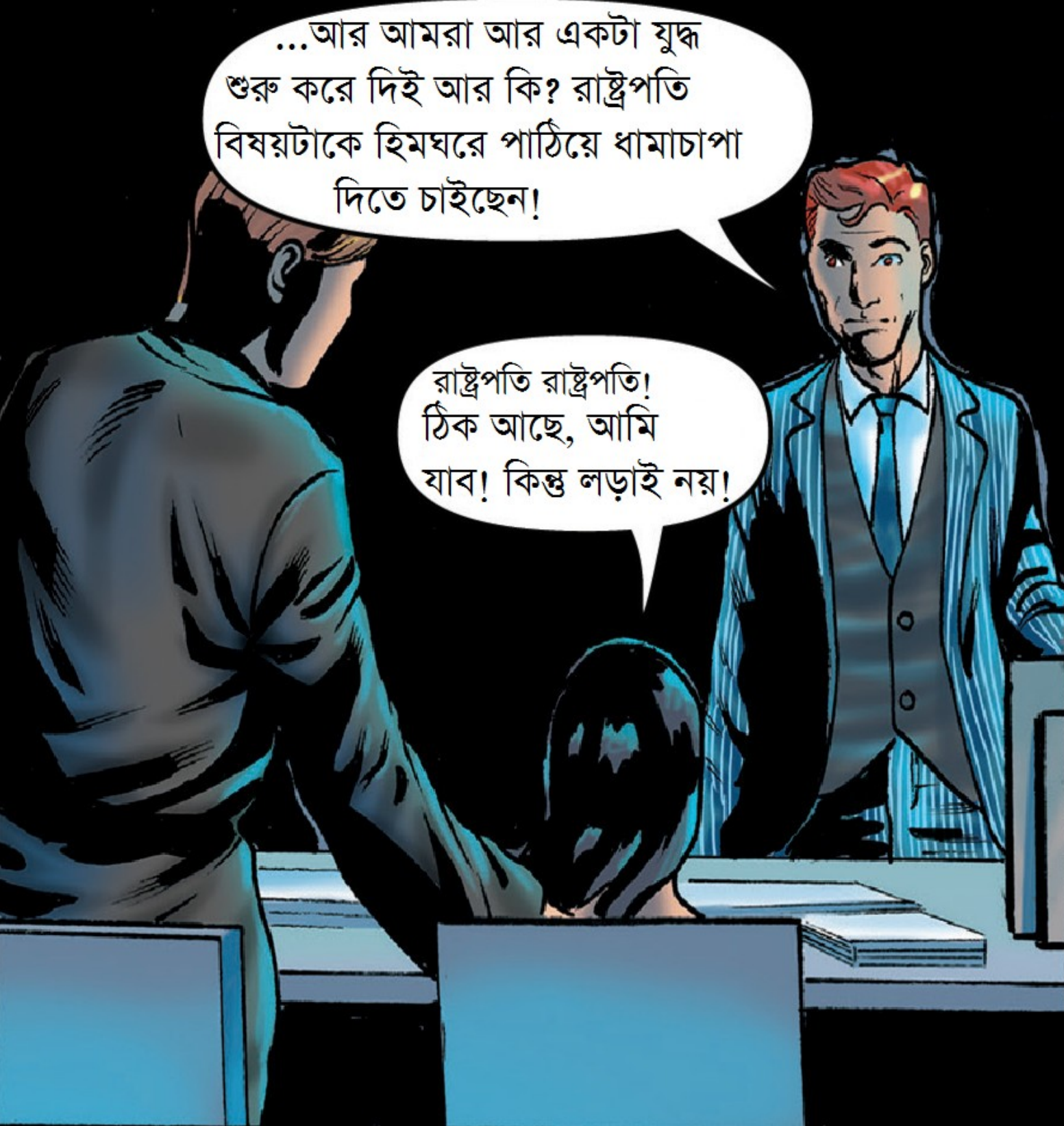
বেটি, তুমিই আমাদের ঢোকার একমাত্র পথ! কোজলভের দুর্গ খুবই সুরক্ষিত! তোমাকে ছাড়া আমি ঢুকতেই পারব না!

কেন? আকাশপথে গিয়ে বোমা ফেলে এসো! হিরোশিমায় যেমন করেছিলে...

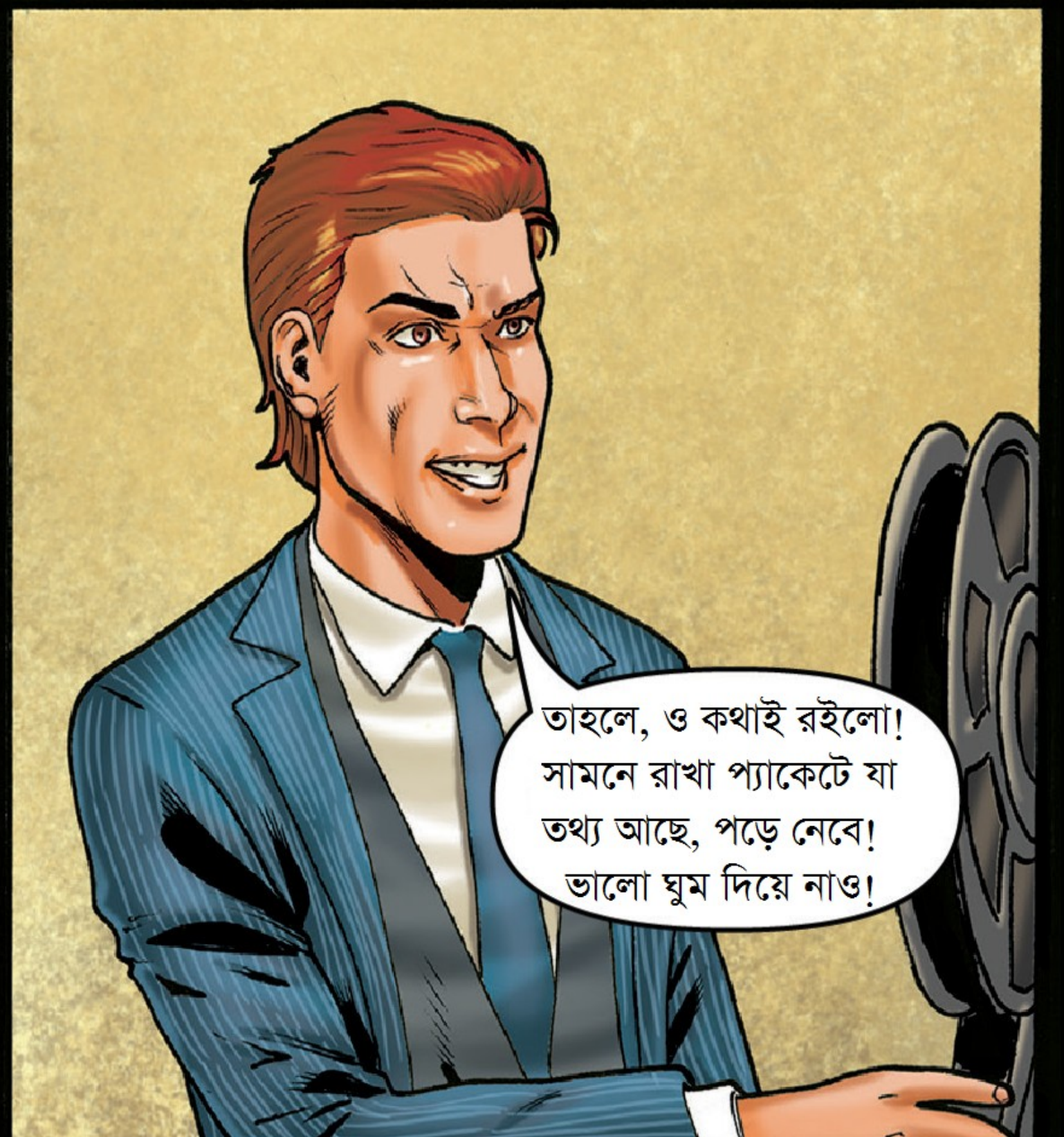


...আর আমরা আর একটা যুদ্ধ শুরু করে দিই আর কি? রাষ্ট্রপতি বিষয়টাকে হিমঘরে পাঠিয়ে ধামাচাপা দিতে চাইছেন!

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি! ঠিক আছে, আমি যাব! কিন্তু লড়াই নয়!



তাহলে, ও কথাই রইলো! সামনে রাখা প্যাকেটে যা তথ্য আছে, পড়ে নেবে! ভালো ঘুম দিয়ে নাও!



এক সপ্তাহ পরে...

"আমাদের এখন অনেক
কাজ করতে হবে!"



চলবে...